

বধূদের বড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ময়নামতি-গোপীচন্দ্রের গানে বর্মার বক্তব্য স্পষ্টতাই হইয়াছে। এবং কাব্য-রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। গোপীচাঁদের জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষাময় সাধন মহিমার সঙ্গে যৌবনে বিবাগী হওয়ার করুণ রস ধর্মভীরু ভারতীয়দের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কারণ হয়েছিল। ফলে বাংলার এই কাব্য ভারতবর্ষের নানা ভাষায় প্রসার লাভ করেছিল। তাই ময়নামতীর গান বাংলা ভাষায় মহাকাব্যধর্মী আদি সাহিত্য রচনার নিদর্শন বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই আখ্যায়িকা-কবিতা ইংরাজী ballad বা বাংলার গাথা-সাহিত্যের অন্তর্গত। এই গাথায় তৎকালীন বাংলার সামাজিক চিত্রের কিছুটা ঝলকও পাওয়া যায়।

॥ ভারতচন্দ্র ॥

■ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারার শেষতম কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যকৃতি ও কবিবৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

■ টীকা লিখুন, অন্নদামঙ্গল।

(1989, 1994)

■ ভারতচন্দ্রের কবিকৃতি।

(1993)

সহায়িকা : কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর ভাষাশিল্পের কুশলতা, ছন্দ ও শব্দের উপর দখল এবং সাহিত্যিক রুচি নিয়ে সারস্বতকলা সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের এমন এক রূপ নির্দিষ্ট করলেন যা গ্রাম্যতাদোষমুক্ত নাগরিক সভ্যতা-সম্পৃক্ত আধুনিকতার ধ্বজা বহন করার উপযুক্ত হয়েছেন। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত, মুক্ত মনা, মানবতাবাদী বাংলা সাহিত্যের রেনেশাঁসকে সম্ভাবিত করার প্রথম আলোকবাহী হয়েছিলেন। তাই ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “তিনি অবশ্য মধ্যযুগীয় ধারা অনুসরণ করে মঙ্গলকাব্যেরই অনুবর্তন করেছেন, তবু তার মধ্যে গ্রামীণ স্থূলতার চেয়ে নাগরিক সূক্ষ্মতার অধিক পরিচয় মেলে—যা অনেকটা আধুনিক যুগলক্ষণাক্রান্ত। তিনি সজ্ঞানে সচেতনভাবে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন নি, তবু তাঁর থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আভাস-ইঙ্গিত ফুটে উঠতে আরম্ভ করে।”

(হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরগুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত পেঁড়ো গ্রামের জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও কবি দুর্ভাগ্যবশতঃ নানাবিপর্ষয়ের সম্মুখীন হন। অবশেষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে তাঁর সভাকবি নিযুক্ত হন। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৭০৫—১৭১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এবং মৃত্যু পলাশী যুদ্ধের ঠিক তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে।

ব্যক্তিগত জীবনে কি সাহিত্যসৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র ছিলেন রীতি ভাঙ্গার আবেগ-প্রবণ ব্যক্তিত্ব। মধ্যযুগে দেবদেবীকে নিয়েই কাব্য রচনা হত। শাপত্রষ্ট দেবতাদের মানবজীবনের কথাই ছিল কাব্যের উপজীব্য। কিন্তু ভারতচন্দ্রের প্রথমজীবনে রচিত ছোট ছোট কবিতায় বাস্তবজীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, রস-রঙ্গ নিয়ে বাস্তব মানুষের জীবন-চিত্র ফুটে উঠেছিল। অনেকের মতে ভারতচন্দ্র সেই ছোট-ছোট কবিতা রচনার দ্বারা মধ্যযুগীয় সংস্কার ত্যাগ করে আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। তাই মনে হয় ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি প্রতিভা ছিল জন্মগত।

ভারতচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে চিরন্তন আসন লাভ করেছেন তাঁর অমর কাব্য ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য-গুণে যা কবির নিজের ভাষায় বলা যায় “ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।” অন্নদামঙ্গল

1. a) Dr. Panchali Mukherjee.

b) Assistant Professor in

কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কবির তিনখানি কাব্য : (১) অন্নদামঙ্গল (২) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর এবং (৩) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ।)

(১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এ ব্যাপারে বলা হয়, তিনি মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কবি। সমালোচক শ্রীভূদেব চৌধুরীর এ সম্বন্ধে মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : “অন্নদামঙ্গল কাব্যকে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-এর পরবর্তী মঙ্গলকাব্যিক পর্যায়রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু মুকুন্দরামের জীবন-পরিবেশ, — সেকালের একান্ত সমাজ-নির্ভর নিষ্ঠা-বিশ্বাস ও গ্রামীণ ভাব-নিবিড়তা ভারতচন্দ্রের কাব্যে অনুপস্থিত। ভারতচন্দ্রের প্রতিভা ছিল ব্যাপ্তিমূলক—আত্মপরতন্ত্র। ‘অন্নদামঙ্গলে’ একটি আত্মপরতন্ত্র ব্যক্তি-প্রতিভা এমন একটি ব্যক্তি-জীবনের বিজয়কথা বর্ণনা করেছে যে সর্বপ্রকার দৈবীমহিমা-বিবর্জিত, নিছক চাতুর্য-কলা-কুশল আধিভৌতিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন মানবিক ব্যক্তিত্ব মাত্র। — এই ব্যক্তিসর্বস্বতা এবং এই মানবিকতা, individuality এবং humanity-ই নবযুগের লক্ষণ।”

‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে মঙ্গলকাব্যধারার অনুকৃতি আছে। কুবেরের অনুচর শাপভট্ট হয়ে হরিহোড় নাম নিয়ে মর্তে এক দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবীর কৃপায় দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে খুব ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজা করেন। কিন্তু বার্ষিক্যজনিত নিবুদ্ধিতায় তরুণীভার্যাকে ঘরে এনে তিনি গৃহে অশান্তির সৃষ্টি করলেন। তখন দেবী হরিহোড়কে ত্যাগ করে শাপভট্ট কুবেরের পুত্র ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে প্রস্থান করেন। এই ভবানন্দই ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। ‘অন্নদামঙ্গলের’ প্রথম অংশ পড়লে মনে হয় ভারতচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল এই ভবানন্দের বিজয়কথা বর্ণনার মাধ্যমে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তুষ্ট করা। তাই তাঁর কাব্য মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ করলেও তাঁর সৃষ্ট দেবদেবীরা স্বর্গীয় মহিমাশূন্য। মহাদেব, অন্নপূর্ণা ব্যাসদেবের ক্ষেত্রে পৌরাণিক ঐতিহ্যের ভার না থাকায় ভারতচন্দ্র দেবতাকে মানবিক আদর্শে প্রতিস্থাপন করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুভশুচনা করেন। তাই তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে যুগধর্মের ডাকে সাড়া দেওয়াটা রায় গুণাকরের মত মার্জিত রুচি, সরস বুদ্ধিদীপ্ত বর্ণনা ও রচনার অধিকারী সজাগ কবির কাছে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

‘অন্নদামঙ্গলে’র দ্বিতীয় খণ্ড কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। গল্পের শুরুতে আছে, রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে মানসিংহ বর্ধমান এলে, অন্নদার নির্দেশে তাঁকে সাহায্য করতে ভবানন্দ মজুমদার বর্ধমান যাত্রা করেন। সেখানে মানসিংহ বিদ্যাসুন্দরের গল্প শোনেন। রাজকুমারী বিদ্যা ও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, বিদ্যার পিতা মহারাজ বীরসিংহ দ্বারা সুন্দর-চোর ধরা, শিরশ্ছেদের জন্যে মশানে নিয়ে যাওয়া, কালিকার প্রসাদে ভক্ত সুন্দরের রক্ষা পাওয়া এবং সবশেষে বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ এই আখ্যানটিতেও ভারতচন্দ্রের কোন মৌলিকতা নেই। একই বিষয়ে সংস্কৃতে ও বাংলার মঙ্গলকাব্যে অনেক আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। কবি নায়ক-নায়িকার বদলে কিছু পার্শ্বচরিত্রের চিত্রায়নে বেশী যত্নবান হওয়ায় আখ্যানটির রস সৃজনে কিছু বিঘ্নই ঘটেছে। বিদ্যাসুন্দরে কিছু অবাধ আদরসের বর্ণনা আছে। কিন্তু তার উপস্থাপনায় কবি শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিস্মৃত হন নি। তাই বিদ্যাসুন্দরের স্রষ্টা বলে ভারতচন্দ্রের খ্যাতি আজও অম্লান।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশ মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। কাহিনীটি ভারতচন্দ্রের মৌলিক রচনা হলেও অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের—অনৈতিহাসিক ঘটনাতে পূর্ণ। এতে ইতিহাস ও কষ্ট-কল্পনার মিশ্রণে

		straightway (Date of Filing Particular Year)
(1)	(2)	(3)

1. a) Dr. Panchali Mukherjee.

b) Assistant Professor in

এক ককটেল তৈরি হয়েছে। এতে অন্নপূর্ণা ভক্ত ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্যে মানসিংহের রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করার কাহিনী আছে।)

মানবজীবনের বেদনা, করুণা, গভীরতা প্রভৃতি সঙ্গুণের চেয়ে ভারতচন্দ্রকে তার লঘু দিকটাই বেশী আকর্ষণ করেছিল। অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “তিনি (কবি ভারতচন্দ্র) অসাধারণ প্রতিভার গুণে স্থলকে যথাসম্ভব শিল্পের রূপ দান করেছিলেন, সাধারণ শব্দ-পরম্পরাকে মণিখচিত স্বর্ণাভরণের মতো সহস্র দ্যুতি দিয়েছেন, গ্রামীণ ও আবেগবহুল বাংলা ভাষাকে নাগরিক ও মনঃপ্রধান করে তুলেছেন, ভাবাবেগে আর্দ্র উচ্ছ্বাসের স্থলে হাস্যপরিহাসের উজ্জ্বল ও আতপ্ত অনুভূতি এনে দিয়েছেন—ফারসী, সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দভাণ্ডার থেকে যথেষ্ট আহরণ করে বাংলাভাষার প্রকাশ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছেন—এজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।”

কবির অন্যান্য রচনা :

‘সত্যনারায়ণ পাঁচালি’, ‘রসমঞ্জরী’ এবং কতকগুলি খণ্ড কবিতাও কবি ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন।

সত্যনারায়ণ পাঁচালির দুটি প্রায় স্বতন্ত্র পুঁথি পাওয়া গেছে। রচনারীতি পরিণত নয়। বিষয়ও মামুলি। কিন্তু কচিং এমন দু-চারটি মসৃণ চরণের খোঁজ পাওয়া গেছে যা অনুরূপ পাঁচালিতে দুর্লভ। এই রচনাগুলি কবির অল্প বয়সের।

‘রসমঞ্জরী’ কবির পরিণত বয়সের রচনা। ভানুদত্তের সংস্কৃত কাব্যের অনুসরণে এবং ‘রতিমঞ্জরী’, ‘কামসূত্র’ প্রভৃতি গ্রন্থের সহায়তায় কাব্যটি রচিত। নায়ক-নায়িকার আলাপ ও আদরসের অলঙ্কার-শাস্ত্রানুমোদিত নানা প্রবাদ উপহরণ সহযোগে ছন্দে কথিত হয়েছে। বিষয় ধর্মসম্পর্কহীন এবং কামভাবুকতার চিত্র আছে সর্বত্র। ছন্দ ও ভাষা মার্জিত। ভারতচন্দ্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের হাতের ছাপ সহজে পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্র অনেকগুলি খণ্ড কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে ‘বসন্তবর্ণনা’, বর্ষবর্ণনা, হাওয়া বর্ণনা, বাসনা বর্ণনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ মানবিক বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি কবিতা-কৌতুক, নেহাতই চতুরতা, কিন্তু আধুনিক নিসর্গ প্রকৃতির পূর্বসূত্র।

কবি প্রতিভা :

অন্নদামঙ্গল কাব্যের জন্যই ভারত ভারতখ্যাত। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

- (১) মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের কাছে নিখিল জনসাধারণের অন্নদাত্রী অন্নদারূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। এই দেবীর মধ্যে খলতা, নীচতা বা আরণ্যক প্রতিহিংসাপরায়ণতা নেই। গৃহজননীর চিরায়ত স্নেহাতুর মনের আর্তিটিই অনুভূত হয়।
- (২) ভূকী আক্রমণের প্রচণ্ডতায় বিহুল বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে দেবী শক্তিকে আশ্রয় করেছিল—এর মধ্যে গড়ে উঠেছিল একঘেয়েমি। ভারতচন্দ্র সেই একঘেয়েমিকে কাটিয়ে তার কাব্যে বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন।
- (৩) কবিমানস যুগচেতনার প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত হওয়ার ফলে তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে ‘নতুনমঙ্গল’। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের নূতনত্বের বীজটি সেই যুগ-মানসের মধ্যে নিহিত ছিল।

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

1. a) Dr. Panchali Mukherjee.

b) Assistant Professor in

- (৪) হাস্যরস সৃষ্টিতে ও কাব্যের নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলকাব্যের রীতি-নীতি উপেক্ষা করে দেবদেবীকে অবলম্বন করেই কবি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।
- (৫) কাব্যদেহে রূপচর্চার এমন সচেতন প্রয়াস মধ্য যুগে আর দেখা যায় নি। সাধারণ মঙ্গলকাব্যের ভাষা আটপৌরে। এই ভাষায় রাজকণ্ঠের মণিমালার জৌলুস নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে রয়েছে চমকপ্রদ শব্দের সমারোহ।
- (৬) বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থ থেকে কবি সাহায্য নিয়েছেন।
- (৭) তাঁর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয় দেখা যায়। নানা ছন্দে কবির রচিত প্রবাদ এখনও আপামর জনগণের মুখে মুখে।
- (৮) বিষয়বস্তু, লেখকের ব্যক্তিত্ব এবং প্রকাশভঙ্গি—
এই তিনের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় style. ভারতচন্দ্রের style ছিল প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শব্দ শিল্পী। তাছাড়া যুগোচিত গীতকবিতা তাঁর কাব্যে প্রথম অনুভূত হয়। ভাষা-ছন্দের জগতে তিনি বিচরণ করেছেন দিগ্বিজয়ী বীরের মতো।
- (৯) সঠিকভাবেই তাঁকে মধ্যযুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলা হয়। এই কারণে তাঁর কবিপ্রতিভা-সৃষ্ট 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে নতুনমঙ্গলও বলা হয়।